ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ১৮৯-২০৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4212

চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা : *আজাদী* পত্রিকার ভূমিকা

ফারহানা আজিজ
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: In the history of the emergence of Bangladesh, the Non-cooperation Movement of 1971 is the most crucial event. At the call of Sheikh Mujibur Rahman, the movement ran in East Pakistan from 2nd March to 25th March. The reason behind this movement against the then Pakistani government was delaying the power transfer of the army ruling clique to the Awami League even after a landslide victory of the latter in the general election of 1970. Instead of transferring power to Sheikh Mujib, President Yahia Khan adjourned the general assembly session for an indefinite period on 1st March, 1970. Bangabandhu vehemently opposed this attitude and termed it 'so unfortunate'. In response, he called a strike in Dhaka on 2nd March and throughout East Pakistan on 3rd March. Since then Awami League led the Non-cooperation Movement to achieve people's rights in East Pakistan. At one stage of his 7th March speech, Sheikh Mujibur Rahman declared the program of the Non-cooperation Movement. The spirit of the movement spread to every nook and cranny of East Bengal. Like each part of East Pakistan, people from all walks of life in Chittagong joined the movement spontaneously. Several newspapers published in Chittagong started to cover the news of this movement regularly. The masses of Chittagong and those local newspapers played a pivotal role in shaping this movement on the eve of our War of Liberation.

Key Words: Non-cooperation Movement, Newspaper, *Dainik Azadi*, *Satyagraha*.

ভূমিকা

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক ঘটনা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরও সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ আহুত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণাকে

'দুর্ভাগ্যজনক' আখ্যা দিয়ে এর প্রতিবাদে ২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতালের ডাক দেন। তখন থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে দিকনির্দেশনামূলক ভাষণের মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ঘোষিত অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং চট্টগ্রামের সংবাদপত্রসমূহ অসহযোগ আন্দোলনের যাবতীয় সংবাদ প্রকাশ করে এ আন্দোলনকে চূড়ান্তরূপদানে সহায়তা করে। আলোচ্য প্রবন্ধে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি, অসহযোগ আন্দোলনের প্রকৃতি ও এর গতি তরান্বিত করতে চট্টগ্রামের সংবাদপত্রের বিশেষত আজাদী পত্রিকার ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অসহযোগ আন্দোলনের ওপর বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এ সম্পর্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মোঃ এমরান জাহান রচিত *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২)। ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটিতে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে দেশীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিভিন্ন সংবাদপত্র বিশ্লেষণ করেছেন। সুব্রত শংকর রচিত *বাংলাদেশের সংবাদপত্র* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) গ্রন্থে লেখক পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন সংবাদপত্রের ভূমিকা উপস্থাপন করেছেন। একইভাবে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত *ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংবাদপত্রে প্রতিফলন* (ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ২০০৮) গ্রন্থটি মূলত সংবাদপত্রে গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিবেদনের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে সংবাদপত্রের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হলেও চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও অসহযোগ আন্দোলন নিয়ে কোনো গবেষণামূলক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচিত হয়নি। একারণে আলোচ্য প্রবন্ধ রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার সংবাদপত্রের মধ্যে ঢাকার পরেই চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহের একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। ১৯৬০-এর দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যে পূর্ণতা অর্জন করে সেটির রাজনৈতিক পরিকাঠামো হিসাবে অসহযোগ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ঘটনাপ্রবাহে ঢাকার পাশাপাশি চট্টগ্রামের সংবাদপত্রসমূহ কী ভূমিকা পালন করেছে তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট সময়ের ইতিহাস পুনর্গঠনে সচেষ্ট হওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য প্রবন্ধে অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত আজাদী পত্রিকায় নিয়মিত ও বিশেষ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি হলো ঐতিহাসিক পদ্ধতি, যেখানে

আলোচ্য ও অন্যান্য পত্রিকা এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ প্রাথমিক এবং বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ দ্বৈতীয়িক উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রবন্ধটি তিনটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অংশে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও রাজনৈতিক আদর্শ; প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে অসহযোগ আন্দোলন সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি সংক্ষেপে উপস্থাপনসহ অসহযোগ আন্দোলনে জনমত গঠনে *আজাদী*-র ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রবন্ধটির তৃতীয় অংশে অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে *আজাদী*-র ভূমিকা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ ধারাবাহিক এবং সময়ানুক্রমভাবে করা হয়েছে।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন চট্টগ্রামের সংবাদপত্রসমূহ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ও তৎকালীন সামরিক সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের গড়িমসিকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় যখন রাজনৈতিক অসন্তোষের সূচনা হয়েছিল তখন চট্টগ্রামের সংবাদপত্রের অঙ্গন খুব বেশি বিস্তৃত ছিল না। এ সময় জনমতের বাহন হিসাবে যে কয়েকটি পত্রিকা চলমান ছিল তার মধ্যে *দৈনিক আজান*, *দৈনিক আজাদী*, *People's View*, *দৈনিক বুনিয়াদ*, সাপ্তাহিক *পূর্বতারা* ছিল অন্যতম।

এ. কে. এম ফজলুল কাদের চৌধুরীর উদ্যোগে কবির উদ্দিন ও কবির আহম্মদ ইজ্জতনগরী সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে চট্টগ্রাম থেকে *দৈনিক আজান* প্রকাশিত হয়েছিল। ফজলুল কাদের চৌধুরী তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রচারের জন্য পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পত্রিকাটি পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধের পর (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে) পত্রিকাটি প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[১] আলোচ্য সময়ে এই পত্রিকার কপি পাওয়া যায়নি।

বৃহত্তর চট্টগ্রামের গণমানুষের মুখপত্র হিসেবে ১৯৬০ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *দৈনিক আজাদী* পত্রিকা। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রকাশিত দৈনিকও এটি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরের দিন (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭১) প্রত্যুষে *দৈনিক আজাদী* স্বাধীনতাপত্র প্রকাশ করে। বাংলাদেশের অন্য কোন অঞ্চলে একই সময়ে কিংবা এর আগে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি, তাই *দৈনিক আজাদী*কেই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পত্রিকা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২] পত্রিকাটির প্রকাশনা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য সময়ে পত্রিকাটি নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল।

বিশ শতকের সত্তরের দশকে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত একটি উল্লেখযোগ্য দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা হলো *People's View*. এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের (এপিপি) চট্টগ্রাম প্রতিনিধি নুরুল ইসলাম নিজ সম্পাদনায় টেম্পস্ট প্রেস লিমিটেড, পাঁচলাইশ,

চট্টগ্রাম থেকে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন।[৩] বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে পত্রিকাটির মিশ্র ভূমিকা থাকলেও শেষ পর্যন্ত এটি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নেয়।

১৯৬৩ সালের ১৪ই আগস্ট মঈনুল আহসান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় *দৈনিক বুনিয়াদ* প্রকাশিত হয়েছিল। *দৈনিক বুনিয়াদ* পুরোপুরি সামরিক জান্তা সমর্থক একটি পত্রিকা ছিল। পত্রিকাটিতে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ থেকে তা স্পষ্ট হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে পত্রিকাটি সামরিক সরকারের পক্ষ নিয়ে নিয়মিত সংবাদ প্রকাশ করেছিল।

১৯৭০ সালের ৩০শে অক্টোবর এস. এম. আফজল মতিন সিদ্দিকীর সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক *পূর্বতারা*। দীন প্রেস, সিরাজুদ্দৌলা রোড থেকে এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সম্পাদক পত্রিকাটিকে দৈনিকে রূপান্তর করেন। ১৯৭১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ হানাদার মুক্ত হলে পত্রিকাটির নিয়মিত প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।[৪] আলোচ্য সময়ে পত্রিকাটির কোন কপি পাওয়া যায় না।

সুতরাং দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে চট্টগ্রাম থেকে বেশ কিছু সংবাদপত্র প্রকাশিত হলেও এগুলির বেশির ভাগই ছিল পাকিস্তানপন্থি এবং অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সপক্ষে সংবাদ প্রকাশে পত্রিকাগুলো নিরবতা পালন করে। একমাত্র *দৈনিক আজাদী* ছিল এর ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে পত্রিকাটি প্রথম থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

অসহযোগ আন্দোলন ও *আজাদী*

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভের পর স্বাভাবিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শুরুতেই পাকিস্তানের রাজনীতিতে শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। এ ষড়যন্ত্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান (১৯১৭-১৯৮০) ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয় 'পাকিস্তান পিপলস পার্টির' নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো (১৯২৮-১৯৭৯)। পিপলস পার্টি কোন অবস্থাতেই আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী ছিল না। ফলে নানা অজুহাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করে। ১৯৭০ সালের ২০শে ডিসেম্বর লাহোরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পিপিপির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন, "পিপলস পার্টির অংশগ্রহণ ছাড়া কোন কেন্দ্রীয় সরকার চলিবে না।"[৫] তাঁর এ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা শুরু হয়।

ভুট্টোর ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে ১৯৭০ সালের ২১শে ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ (১৯২৫-১৯৭৫) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও কেন্দ্রিয় সরকার গঠনে আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণ সক্ষম বলে মন্তব্য করেন। তাঁর এ বক্তব্য *দৈনিক আজাদী* গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। তিনি বলেন, "তাঁহার দল জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও নির্বাচক মণ্ডলীর সুস্পষ্ট ম্যান্ডেট নিয়ে দেশের জন্য একটি শাসনতন্ত্র

প্রণয়ন ও কেন্দ্রিয় সরকার গঠনে সম্পূর্ণ সক্ষম। জনগণ প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার্থেই ভোট দিয়েছে এবং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই ক্ষমতার উৎস এবং মাথা পিছু এক ভোট এই নীতির ভিত্তিতেই পরিষদ গঠিত হবে।"[৬]

পশ্চিম পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ববাংলা অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামের রাজনীতিও ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হতে থাকে। ১৯৭০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর এনায়েত বাজারের এক সংবর্ধনা সভায় জহুর আহমেদ (১৯১৬-১৯৭৪) চৌধুরী জনতার রায় বানচাল করা হলে ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হবে বলে হুশিয়ার করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "পূর্ব্ব বাংলার জনগণ শাসনতন্ত্র রচনা করিবার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে যেই ম্যাণ্ডেট প্রদান করিয়াছে আপনি উহা গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন। বিশ্ববাসী আপনার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে কিনা উহার প্রতি তাকাইয়া রহিয়াছে।"[৭]

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে সংক্ষিপ্ত প্রদেশ সফর শেষে শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল সমাবেশে আওয়ামী লীগ হতে নির্বাচিত সকল সদস্যদেরকে ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণের পক্ষে শপথ গ্রহণ করান।[৮] এ শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনসাধারণ অবাধ গণভোটে তাঁর দলের ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচীর সপক্ষে রায় দিয়েছেন এবং তা পরিবর্তন বা সংশোধনের কোন ক্ষমতা তাঁর দলের নেই। তিনি আরো বলেন, "আমরা জনগণের প্রতিনিধি। আমরা শাসনতন্ত্র রচনা করিব। আমাদের রচিত শাসনতন্ত্র সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইহাতে কাহারও হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নাই। কেহ যদি সে চেষ্টা করে তাহা হইলে রক্তপাত ও আন্দোলন হইবে এবং ইহা কেহই দমন করিতে পারিবে না।"[৯]

১৯৭১ সালের ১১ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের রাজনীতির প্রাণপুরুষ ও চট্টগ্রাম আওয়ামীলীগের প্রধান রাজনীতিবিদ এম. এ. আজিজ (১৯২১-১৯৭১) হঠাৎ মৃত্যুবরণ করেন। ঐ দিনই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য ঢাকায় আগমণ করেন।

যাহোক, ১৯৭১ সালের ১২ই জানুয়ারি ইয়াহিয়া-শেখ মুজিব আলোচনা শুরু হয়। ১৩ই জানুয়ারি *দৈনিক আজদী* পত্রিকা "আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সহিত অদ্য প্রেসিডেন্টের দ্বিতীয় দফা বৈঠক ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যা আলোচনা" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। আলোচনা শেষে (১২ই জানুয়ারি - ১৪ই জানুয়ারি) শেখ মুজিবুর রহমান আলোচনাকে সন্তোষজনক বলে অভিহিত করেন।[১০] ১৪ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকা বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে শেখ মুজিব ও তাঁর দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে বলে মন্তব্য করেন।

তিনি শেখ মুজিবকে ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন, "দেশের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান শীঘ্রই সরকার গঠন করিতেছেন।"[১১]

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি স্থগিতকৃত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। ২১শে জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ঘোষণা করে গণতন্ত্র ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগে শাসনতন্ত্র রচিত হবে, এর পর ক্ষমতার প্রশ্ন আসবে। ২৪শে জানুয়ারি প্রদেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থান দিবস পালিত হয়। এই দিন চট্টগ্রামে ছাত্র ধর্মঘট ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে জানুয়ারি পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাথে আলোচনার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আসেন। শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে ২৭ থেকে ২৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দফা বৈঠক শেষে ভুট্টো বলেন, "আলোচনা শেষ, তবে আলোচনার দ্বার অবারিত।"[১২] আলোচনা সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন, "৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার অঙ্গীকার সম্পর্কে তিনি জনাব ভুট্টোকে অবহিত করিয়াছেন এবং পিপলস পার্টির প্রধান এখন নিজের দলের সহিত বিষয়টি আলোচনা করিবেন।"[১৩] উভয়ের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয় যে, পশ্চিমা কেন্দ্রীয় সামরিক বেসামরিক চক্রের প্রতিনিধি ও বাংলার প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

১৯৭১ সালের পুরো ফেব্রুয়ারি মাস শাসনতান্ত্রিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে যা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনগণের সামনে আসে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত *দৈনিক আজাদী*তে এসব খবর অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ৩রা মার্চ ঢাকায় আহবান করেন। এ সংক্রান্ত একটি সরকারী ঘোষণায় বলা হয়, "একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ৩রা মার্চ সকাল ৯ ঘটিকা হইতে ঢাকাস্থ প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে শুরু হইবে।"[১৪] প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানকে স্বাগত জানিয়ে *দৈনিক আজাদী*তে "জাতীয় পরিষদের অধিবেশন" শিরোনামে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। *আজাদী* সম্পাদকীয়তে বলা হয়:

> ৩রা মার্চ নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করিয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রক্ষায় আরো একধাপ সামনে অগ্রসর হইলেন। নির্বাচনের দুইমাস পরও পরিষদের বৈঠক আহবানের কোন সাড়া শব্দ না দেখিয়া সম্প্রতি দেশের সর্বত্র নানা রকম সংশয় ও সন্দেহ দানা বাঁধিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সরকারী সেই সংশয় সন্দেহও আপাতত দূরীভূত হইল।[১৫]

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানকে আওয়ামী লীগসহ কতিপয় রাজনৈতিক দল স্বাগত জানালেও পিপিপি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন, তিনি ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান

করবেন না। ১৯৭১ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পেশওয়ারে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি ৬ দফা পুনর্বিন্যাসের দাবি জানান এবং এক্ষেত্রে ভারতের ষড়যন্ত্র কথাটি যুক্ত করে পরিস্থিতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেন।[১৬] সংবাদ সংস্থা এপিপি'র বরাত দিয়ে *দৈনিক ইত্তেফাক* এ সংক্রান্ত রিপোর্টে জানায় :

> পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফার ব্যাপারে আপোষ বা পুনর্বিন্যাসের আশ্বাস পাওয়া না গেলে তার দল জাতীয় পরিষদের আসন্ন ঢাকা অধিবেশনে যোগদান করতে পারবেনা। জনাব ভূট্টো বলেন, আমার জীবন আমি বিপন্ন করতে পারি কিন্তু আমিতো একা নই। . . . ভারতের শত্রুতা এবং ছয় দফা না মানার ফলে ঢাকায় তাদের অবস্থান হবে ডবল জিম্মির শামিল।[১৭]

জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরিষদ বর্জনের ঘোষণার পর পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি সিরাজুল হক মিয়া সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জনগনের প্রদত্ত রায়ে কায়েমী স্বার্থবাদীদের ভিত্তি মূল গড়িয়া উঠিয়াছে। জনাব ভুট্টোর ন্যায় দায়িত্বশীল ব্যক্তি জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার যে হুমকি প্রদান করিয়াছেন তাহা শুধু গণতন্ত্রবিরোধীই নয় বরং দেশ ও জাতির পক্ষে নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক।"[১৮] ১৬ই ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা (প্রধান) নির্বাচিত হন। একই সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫) ও জনাব কামরুজ্জামান (১৯২৩-১৯৭৫) যথাক্রমে পার্লামেন্টারী পার্টির সহকারী নেতা ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। একই সাথে প্রাদেশিক নেতা নির্বাচিত হন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী (১৯১৯-১৯৭৫)।[১৯]

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে গভর্নর ও সামরিক প্রশাসকদের সাথে বৈঠকের পর তাঁর মন্ত্রী পরিষদ বাতিল করেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ৬ দফা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে বলে যে অভিযোগ করা হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করেন। তিনি বলেন, "৬ দফা স্কীম কার্যতঃ ফেডারেশনের ইউনিট সমূহের স্বায়ত্তশাসনের নিরাপত্তা বিধানেরই একটি পরিকল্পনা মাত্র।" তিনি আরো বলেন, "ফেডারেশনের পশ্চিম পাকিস্তানী ইউনিট সমূহ যদি ঠিক বাংলাদেশের সমপরিমাণ স্বায়ত্তশাসন পাইতে না চাহে বা কেন্দ্রের হাতে কতিপয় অতিরিক্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে চাহে বা কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাহে, তাহা হইলে ৬ দফা ফর্মূলা তাহাদের পথে আদৌ কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিবেনা।"[২০] ৩রা মার্চের আহূত অধিবেশনকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানের

রাজনৈতিক অঙ্গনে যে ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে ২৫শে ফেব্রুয়ারি *দৈনিক আজাদী* সম্পাদকীয়তে "বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস" শিরোনামে মন্তব্য করা হয়:

> জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের মুখে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত মোড় পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য সত্যি করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় পরিস্থিতির মোড় পরিবর্তন করান হইতেছে এবং এটা সকলের নিকট পরিষ্কার যে তুলকালাম যা হইতেছে তার কেন্দ্র ও আবর্তনস্থল উভয়ই পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চল এসব ব্যাপার স্যাপার হইতে প্রায় মুক্ত রহিয়াছে। . . . কিন্তু কোন কোন রাজনৈতিক দল পরিষদের অধিবেশন শুরু করার মুখে অনিশ্চয়তাসূচক পরিস্থিতি সৃষ্টির কথা চিন্তা করিতেছে বলিয়া মনে হয়।[২১]

যাহোক, ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আকস্মিক এক বেতার ভাষণে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট এক বিবৃতিতে বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ট দল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিসহ অপর কয়েকটি রাজনৈতিক দল জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।"[২২] তাই শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে যুক্তিসঙ্গত সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে আরও সময় দেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন এবং তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এ সময় দেওয়ার ফলে তারা ঐক্যমতে উপনীত হবেন ও সমস্যার সমাধান করবেন।[২৩]

প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাঁরা বুঝতে পারে যে নির্বাচনে জয়ী হয়েও শাসক গোষ্ঠী ও পাকিস্তানি নেতাদের ষড়যন্ত্রের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ক্ষমতা লাভে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিবাদে সমগ্র দেশব্যাপী শুরু হয় সরকার বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন। চট্টগ্রামে পিডিপির জেলা শাখার সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ নুরুল্লাহ এক বিবৃতিতে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আহ্বান জানান।[২৪] *দৈনিক আজাদী* "শহরে-বন্দরে-গ্রামে-গঞ্জে বিক্ষোভের ঢেউ, আজ (১লা মার্চ) জেলাব্যাপী পূর্ণ হরতাল" শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। এ সময় চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র বিক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। মিছিলে মিছিলে অগণিত ছাত্র যুবক জনতার কণ্ঠে ক্রোধের দাবানল আবার ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের উত্তাপ ফিরিয়ে আনে।[২৫]

অসহযোগ আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা এবং *আজাদী*

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ দুপুর ১:০৫ মিনিটে এক বার্তায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। ঐ দিন বিকেল ৩টা (১লা মার্চ, ঢাকায় হোটেল পূর্বাণীতে) আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২৬] বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান তাৎক্ষণিক এক সাংবাদিক সম্মেলনে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "কেবলমাত্র সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের অসম্মতির কারণে শাসনতন্ত্র তৈরীর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে

বাঁধাগ্রস্থ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। . . . আমরা জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধি এবং আমরা ইহাকে বিনা মোকাবেলায় যাইতে দিতে পারি না।"[২৭] একই সাথে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে ২রা মার্চ ঢাকায় পূর্ণ দিবস এবং ৩রা মার্চ সমগ্র প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেন। এছাড়াও তিনি ৭ই মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠানেরও ঘোষণা দেন। পাশাপাশি তিনি বাঙালিদেরকে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকারও আহ্বান জানান।[২৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে ৩রা মার্চ চট্টগ্রামে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। সকাল হতে মিছিলের পর মিছিলের পদধ্বনিতে শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন অঞ্চল হতে জনতা বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ারের মত শহরের সমগ্র অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিকাল ৩টায় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত লালদিঘী জনসভা অল্পক্ষণের মধ্যে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। নেতৃবৃন্দের আবেগময়ী বক্তৃতায় জনতা দুই হাত তুলে শেখ মুজিবুর রহমানের বর্তমান ভূমিকার প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন জানায়।[২৯] *দৈনিক আজাদী* প্রথম থেকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার তীব্র নিন্দা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের পক্ষে সংবাদ পরিবেশন করে আসছিল। ৪ঠা মার্চ *দৈনিক আজাদী* "গণতন্ত্র চরম পরীক্ষার সম্মুখীন" নামে সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনগণকে গণতন্ত্র রক্ষায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়।[৩০]

১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংবাদপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'সাংবাদিক ইউনিয়ন', 'সাংবাদিক সমাজ', 'সংবাদপত্র প্রেস কর্মচারী' এবং 'সংবাদপত্র হকার সমিতি' রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। ৫ই মার্চ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আলী আশরাফের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ চলমান অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।[৩১]

যাহোক, শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী ২রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত ঢাকাসহ অন্যান্য অঞ্চলের মত চট্টগ্রামেও সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়। *দৈনিক আজাদী* চট্টগ্রামসহ পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলনের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ৩রা মার্চের হরতালের ঘটনাবলীর বিবরণ দিতে গিয়ে ৪ঠা মার্চ *দৈনিক আজাদী* লিখেন, "মিছিল, মিছিল আর মিছিল, ছাত্র, শ্রমিক আর রাজনৈতিক কর্মীদের মিছিলে চট্টগ্রাম গত দুইদিনে প্রকম্পিত হয়" ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবীতে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের জন্য শেখ মুজিবের আহ্বান, সত্যাগ্রহ শুরু করুন"।[৩২] দেশব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি থাকায় এ সময় মূলত সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত হরতালের খবরা খবর সম্বন্ধে অবগত হয়। *দৈনিক আজাদী* প্রথম থেকেই

অসহযোগ আন্দোলনের সংবাদ গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করেছিল। এ সময় অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিরস্ত্র জনগণের ওপর সামরিক বাহিনীর হামলা ও নির্যাতনের মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ৩রা মার্চ চট্টগ্রামে বিহারী অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে প্রচণ্ড দাঙ্গা হয়, যা বেশ কয়েকদিন অব্যাহত ছিল। *দৈনিক আজাদী* সূত্রে জানা যায় ৩রা মার্চ হতে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় তাতে আনুমানিক ১২০ জন লোক নিহত হয়। এছাড়াও কয়েকশত লোক বুলেটের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়, যাদের অধিকাংশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।[৩৩] ৪ঠা মার্চ সারা দেশের সাথে চট্টগ্রামেও পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। এ দিন শেখ মুজিব এক বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, "যে কোন মূল্যেই শোষিত বাংলার মুক্তিসংগ্রাম অব্যাহত রাখিতে হইবে।"[৩৪] এ সময় চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে বাঙালি-অবাঙালি (বিহারী) সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে বিহারীদের জান-মালের নিরাপত্তার স্বার্থে *দৈনিক আজাদী* নিয়মিত বক্স হেডলাইনে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত "মনে রাখিতে হইবে যে জন্মস্থান ও ভাষা নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসকারী প্রত্যেকেই আমাদের কাছে বাংগালী। তাহাদের জান-মাল-ইজ্জত আমাদের নিকট পবিত্র আমানত এবং ঐগুলির অবশ্যই হেফাজত করিতে হইবে" নির্দেশনাটি প্রচার করে।[৩৫] ৬ই মার্চ এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তিনি বলেন, "কোন সরকারই এ অবস্থায় চুপ থাকতে পারে না। আমি আপনাদের পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, যাই ঘটুক না কেন আমি যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের সংহতি বজায় রাখব।"[৩৬] ৭ই মার্চের জনসভাকে সামনে রেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের এ ভাষণ ছিল আওয়ামী লীগের প্রতি চরম হুশিয়ারী।

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ৭ই মার্চ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল এক জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমান জাতির ভবিষ্যত করণীয় ও আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে তার ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সমাবেশ স্থলে দেশী বিদেশী অসংখ্য সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকার উদাত্ত আহ্বান জানান।[৩৭] উক্ত ভাষণে তিনি ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের প্রশ্নে ৪টি শর্ত[৩৮] আরোপ করেন। একই সাথে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সে সকল কর্মসূচী পালন করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।[৩৯]

অসহযোগ আন্দোলনের শুরু থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় রাজনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মসূচী পালন করে আসছিল। ৭ই মার্চ ঘোষিত সমস্ত কর্মসূচীর প্রতি চট্টগ্রামের বিভিন্ন মহলের পক্ষ হতে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং পূর্ব ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিচালনার জন্য প্রস্তুত থাকতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৪০] ৮ই মার্চ চট্টগ্রাম শহরের কাজির দেউড়িতে সাহিত্যিক

আবুল ফজলের (১৯০৩- ১৯৮৩) সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্বাধীনতা সংগ্রামে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য চট্টগ্রামের সংস্কৃতিসেবীদের একত্র করে কাজ করার জন্য 'শিল্পী সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৪১]

বস্তুত, সমগ্র দেশব্যাপী মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয় এবং তাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠন শেখ মুজিবের কর্মসূচীর প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে থাকে। ৯ই মার্চ মওলানা ভাসানীর (১৮৮০-১৯৭৬) নেতৃত্বে পল্টনে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় এক সভায় ভাসানী ঘোষণা করেন, ২৫শে মার্চের মধ্যে সাত কোটি বাঙালির দাবি মেনে নেওয়া না হলে পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের জন্য ১৯৫২ সালের মত তিনি এবং শেখ মুজিবুর রহমান আবার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করবেন।[৪২] উক্ত জনসভায় বাঙলা জাতীয় লীগের প্রধান আতাউর রহমান খান, অলি আহাদ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান।[৪৩] মূলত ৭ই মার্চের ভাষণের পর পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত সকল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতি প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় থেকে পাকিস্তানপন্থি *দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার*ও তার পূর্বের অবস্থান থেকে সরে এসে জনতার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে।

১০ই মার্চ চট্টগ্রামের সাবেক মন্ত্রী এ. কে. খান এক বিবৃতিতে সামরিক আইন প্রত্যাহারের দাবি জানান। একই দিন চাকসুর ভিপি মোহাম্মদ ইব্রাহিম ও জিএস আবদুর রব এক বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তা ও সদস্যদের প্রতি কোন অবস্থাতেই অস্ত্র সমর্পণ না করার আহ্বান জানান।[৪৪] ১৪ই মার্চ লালদিঘী ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় সভাপতির ভাষণদানকালে এম. এ. হান্নান শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপস্থাপিত দাবিসমূহ মেনে নেওয়ার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আহ্বান জানান এবং একই সাথে মওলানা ভাসানী, জনাব নূরুল আমিন, জনাব আতাউর রহমান খান এবং খান এ. সবুর প্রমুখ নেতৃবৃন্দকে আওয়ামী লীগ প্রধানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।[৪৫] এ দিন করাচীতে ভুট্টো এক অদ্ভুত দাবী করে বসেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। পশ্চিম পাকিস্তানে ৪টি প্রদেশের সবক'টিতে তার দলের সখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেও এ দাবি তার ক্ষমতালিপ্সু চরিত্রকে জনগণের সামনে প্রকাশিত করে।[৪৬] ভুট্টোর এ ভাগাভাগির প্রস্তাবে উভয় অঞ্চলে নিন্দার ঝড় ওঠে। প্রবীণ সাংবাদিক আবুল হাশিম (১৯০৫-১৯৭৪) ভুট্টোর পরামর্শ মত চললে পাকিস্তানের বিভক্তি অবধারিত বলে মন্তব্য করেন।[৪৭] এ দিন অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে এবং স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেদের একাত্মতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'শিল্পী সাহিত্যিক-সংস্কৃতি সেবী প্রতিরোধ সংঘ' লালদিঘীতে গণসমাবেশের আয়োজন করে। আবুল ফজলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-২০২০), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), চট্টগ্রাম

সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম প্রমুখ।[৪৮] সভাপতির ভাষণে সাহিত্যিক আবুল ফজল মন্তব্য করেন:

> পূর্ব বাংলার নির্যাতিত শোষিত, বঞ্চিত সাত কোটি মানুষের অধিকার আদায় তথা স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা আজ এক-স্থির লক্ষ্যে আগাইয়া চলিয়াছে। তাহারা গণতন্ত্র বিরোধী পশ্চিমা শক্তির নিকট কিছুতেই মাথা নত করিবে না। বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন জাতির মত মুক্ত পরিবেশে জীবন যাপন করিবে, আজ তাহারই চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে চলিয়াছে। সাত কোটি বাঙালি আজ চরম অগ্নী পরীক্ষার সম্মুখীন। জাতি হিসেবে তাহাদের ভবিষ্যত আজ মহা সন্ধিক্ষণে সমুপস্থিত।[৪৯]

উল্লেখ্য, পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এরূপ অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে ১৫ই মার্চ ঢাকায় আগমণ করেন। 'রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে প্রেসিডেন্টের ঢাকায় আগমন' বলে সরকারী সূত্রে প্রচার করা হলেও পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনার পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে ১৬ই মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট হাউজে কড়া প্রহরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠক শুরু হয়। মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের ফলাফল নিয়ে সকল স্তরের জনতা উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় সময় কাটায়। এ সময় কোন কোন পত্রিকা সকল প্রকার সংলাপ বন্ধ করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের আহ্বানও জানান। এরূপ প্রশ্নে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিল নব প্রকাশিত ইংরেজি *দৈনিক দি পিপল*। "Sovereign and Independent Bangladesh" কথাটি সম্ভবত *দি পিপল*-ই প্রথম ব্যবহার করে।[৫০] ১৭ই মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠকের প্রতিবেদন দিতে গিয়ে "Mujib-Yahya meeting to decide whether Pakistan to stay or go: Independence of Bangladesh at Fait Accompli" শিরোনামে পত্রিকাটি মন্তব্য করে:

> The frustrated people finaly raised the demand of Sovereign and independent Bangladesh. They are no more prepared to be subjected to the undemocratic and repressive measures of a Government sitting, 1300 miles away. [৫১]

যাহোক, ১৬ই মার্চ থেকে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। প্রতিদিনের বৈঠক শেষে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঢাকার ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে তা দেশে বিদেশে পাঠকদের নিকট ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি সংবাদপত্রগুলি দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের খবর, রাজনৈতিক ভাষ্য ও সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনমতকে স্বাধীনতার আন্দোলনের দিকে উজ্জীবিত করে। ১৬ই মার্চ "চূড়ান্ত আন্দোলন" শিরোনামে *দৈনিক আজাদী* সম্পাদকীয় প্রকাশ করে জনগণকে চূড়ান্ত যুদ্ধের ইঙ্গিত দেয়।[৫২] ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা

সম্পর্কে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে ও লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।" এ দিন চট্টগ্রামে লালদীঘির এক জনসভায় ভাসানী বলেন, "শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য থাকতে পারেনা। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখন সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন। এখন সব ক্ষমতা জনসাধারণ ও তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। ইয়াহিয়ার কাজ হবে দু'অংশের মধ্যে সম্পদ ও হিসাব দায়ের করা ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে তা দু'অংশের মাঝে ভাগ করে দেয়া।"[৫৩]

উল্লেখ্য, ১৯ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২০শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শেষে শেখ মুজিব বলেন, "আলোচনার কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।" তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশকে উপনিবেশ করে রাখা যাবে না।"[৫৪] ২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ কনফেডারেশন এর প্রস্তাব করে। ২৫শে মার্চ পাক সরকার আলোচনার নামে দেরী করিয়ে অবশেষে গণহত্যা চালায়।[৫৫]

যাহোক, একদিকে পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে স্বাধীনতার বৈপ্লবিক জাগরণ, অপরদিকে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করতে পাকিস্তানি সামরিক শাসকের পক্ষের অনাগ্রহ এ দু'য়ের কারণে বুঝা যাচ্ছিল একটি সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রাম অত্যাসন্ন। এরূপ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী দ্বারা ব্যাপক গণহত্যার আগাম আশংকাও কোন কোন পত্রিকা ব্যক্ত করেছিল। যার মধ্যে *সাপ্তাহিক হলিডে* ও *সাপ্তাহিক স্বরাজ* অন্যতম। সাপ্তাহিক স্বরাজ এ মর্মে সংশয় ব্যক্ত করে যে, অচিরেই সামরিক বাহিনী প্রতিশোধের নেশায় 'পোড়ামাটি নীতি' অবলম্বন করবে।[৫৬] দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, অল্পদিন পরেই হলিডে এবং স্বরাজ পত্রিকার উপরোক্ত মন্তব্য বাস্তবে পরিণত হয়। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ঢাকাসহ গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর সামরিক অভিযান পরিচালনা করে এবং ব্যাপক গণহত্যা চালায়। এর পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রাজনৈতিক আলোচনার সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে গণহত্যার পরিকল্পনা 'অপারেশন সার্চলাইট' অনুমোদন করে ২৫শে মার্চ রাতে গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫শে মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে পশ্চিমা শাসকচক্র নিরস্ত্র বাঙালির ওপর বর্বর গণহত্যা শুরু করে। এ সময় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী কর্তৃক সংবাদপত্র অফিস এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রকর্মী ও সাংবাদিকরাও আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। পাকিস্তান বাহিনীর আঘাতে একে একে বিধ্বস্ত হয় স্বাধীনতা সপক্ষের পত্রিকা অফিস ও কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ। ২৬শে মার্চ পাক বাহিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মুখপত্র ইত্তেফাকের অফিস ধ্বংস করে দেয়। ২৮শে মার্চ স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর মুখপত্র দৈনিক সংবাদের অফিস পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয়। পত্রিকা অফিসের কর্মরত সাংবাদিক শহীদ সাবের অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু বরণ করেন।[৫৭]

উল্লেখ্য, জাতীয় পত্রিকাগুলির পাশাপাশি চট্টগ্রামের পত্রিকাগুলিও আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। চট্টগ্রামের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অন্যতম সংবাদপত্র *দৈনিক আজাদী* ধারাবাহিকভাবে সংবাদ প্রকাশ করে জনগণকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রাখা সম্ভব ছিল না। সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল খালেক মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে চলে যান। পরিচালনা সম্পাদক এম. এ. মালেক আত্মগোপন করেন। সাংবাদিক ও কর্মচারীরা ছিলেন জীবন ঝুঁকির মধ্যে আত্মগোপনে। এরূপ অবস্থায় ১লা এপ্রিল *দৈনিক আজাদী*'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় (অবশ্য ১৯শে মার্চের পর পত্রিকার কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না)। এভাবে জাতীয় পত্রিকার পাশাপাশি চট্টগ্রামের পত্রিকাগুলিও বন্ধ হয়ে যায়। ২৬শে মার্চ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে শুরু হয় সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় সংবাদপত্র সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ ছিল। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাসে সেটি ছিল এক 'কালো অধ্যায়'।

উপসংহার

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পরেও সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করলে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ৭ই মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণায় চট্টগ্রামের জনগণ স্বত:স্ফুর্তভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। চট্টগ্রামের সংবাদপত্রসমূহ অসহযোগ আন্দোলনের যাবতীয় সংবাদ প্রকাশ করে গণজাগরণ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হওয়া অসহযোগ আন্দোলন ক্রমশ স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয় এবং পূর্ব বাংলার অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সংগঠন এ আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করতে থাকে। সংবাদপত্রসমূহ দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলনের খবর, রাজনৈতিক ভাষ্য ও সম্পাদকীয় প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল চট্টগ্রামের *দৈনিক আজাদী* পত্রিকা। *দৈনিক আজাদী*র সম্পাদকীয় আলোচনায় জনগণকে অসহযোগ আন্দোলনের শেষপর্যায়ে চূড়ান্ত মুক্তিযুদ্ধের বার্তা দেয়। এরূপ অবস্থায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতার দাবিতে যখন জাগ্রত তখন রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানকল্পে পাকিস্তানি শাসকচক্রের ষড়যন্ত্র এক সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রামের ইঙ্গিত দেয়। এ সময় পূর্ব বাংলার বেশ কিছু সংবাদপত্র পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক গণহত্যার আগাম আশঙ্কাও ব্যক্ত করেছিল। শেষপর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী ২৫শে মার্চ রাতে অপারেশন সার্চ লাইট নামে নিরস্ত্র বাঙালির উপর বর্বর গণহত্যা শুরু করে। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর এ আক্রমণে স্বাধীনতার সপক্ষের সংবাদপত্র অফিস ও সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্র কর্মীরা আক্রমণের শিকারে পরিণত হয়। এতে অনেক সাংবাদিক ও সংবাদকর্মী শহীদ হন এবং অনেকে আত্মগোপনে গিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেন। সুতরাং ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন এবং পরিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম হতে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ বিশেষত *দৈনিক আজাদী* গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ শরীফ রাজা, "চট্টগ্রামে সংবাদপত্রের উত্থানপতন" *নিরীক্ষা*, ১৩তম সংখ্যা, (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১), ৫৩।
২ *https://ask.banglahub.com.bd*, (দেখার তারিখ : তারিখ : ২০/১০/২০২৪)।
৩ কাজী জাফরুল ইসলাম, "চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাময়িকীর ১২০ বছর (১৮৭৮-১৯৯৮)", *দৈনিক আজাদী*, ৯ নভেম্বর ২০০৬।
৪ কাজী জাফরুল ইসলাম, *প্রাগুপ্ত*, *দৈনিক আজাদী*, ৫ এপ্রিল ২০০৭।
৫ *দৈনিক আজাদী*, ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৬ *প্রাগুক্ত*, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৭ *প্রাগুক্ত*, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭০।
৮ নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, (প্রধান সম্পাদক), *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, (চট্টগ্রাম : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড, ২০১৩), ১৩৯; মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাস ও সংবাদপত্র*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন ২০০৮), ১৯৯।
৯ *দৈনিক আজাদী*, ৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১।
১০ *প্রাগুক্ত*, ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১।
১১ *প্রাগুক্ত*, ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১।
১২ *প্রাগুক্ত*, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৭১।
১৩ *প্রাগুক্ত*।
১৪ *প্রাগুক্ত*, ১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
১৫ *প্রাগুক্ত*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
১৬ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, *দৈনিক আজাদী*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
১৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
১৮ *দৈনিক আজাদী*, ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
১৯ *প্রাগুক্ত*।
২০ *প্রাগুক্ত*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
২১ *প্রাগুক্ত*, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১।
২২ *প্রাগুক্ত*, ২রা মার্চ, ১৯৭১।
২৩. *প্রাগুক্ত*।
২৪ *প্রাগুক্ত।*
২৫ *প্রাগুক্ত।*
২৬ *প্রাগুক্ত।*
২৭ *প্রাগুক্ত।*
২৮ *প্রাগুক্ত*।
২৯ *প্রাগুক্ত*, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১।

৩০ *প্রাগুক্ত*।
৩১ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ই মার্চ, ১৯৭১।
৩২ *দৈনিক আজাদী*, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭১।
৩৩ *প্রাগুক্ত*, ৫ই মার্চ, ১৯৭১।
৩৪ *প্রাগুক্ত*, ৫ই মার্চ, ১৯৭১।
৩৫ *প্রাগুক্ত*, ৪, ৫, ৬ই মার্চ, ১৯৭১ ।
৩৬ *প্রাগুক্ত*, ৭ই মার্চ, ১৯৭১ ।
৩৭ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ই মার্চ, ১৯৭১।
৩৮ উক্ত চারটি শর্ত ছিল : (ক) সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে; (খ) সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে; (গ) সকল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে হবে এবং (ঘ) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি ৭ই মার্চ রাতে সংবাদপত্রে প্রেরণ করেন। দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ই মার্চ, ১৯৭১।
৩৯ *দৈনিক আজাদী*, ৮ই মার্চ, ১৯৭১।
৪০ *প্রাগুক্ত*, ৮ই মার্চ, ১৯৭১।
৪১ নাসিরুদ্দিন চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*, ২৪৬।
৪২ *দৈনিক আজাদী*, ১০ই মার্চ, ১৯৭১।
৪৩ মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ১৯৯।
৪৪ আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০১৩), ২৭।
৪৫ *দৈনিক আজাদী*, ১৬ই মার্চ, ১৯৭১।
৪৬ মাহফুজুর রহমান, *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম* (চট্টগ্রাম: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৩), ১১০।
৪৭ *দৈনিক আজাদী*, ১৬ই মার্চ, ১৯৭১।
৪৮ *প্রাগুক্ত*।
৪৯ *প্রাগুক্ত*।
৫০ মোঃ এমরান জাহান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ২০১।
৫১ *দি পিপল*, ১৭ই মার্চ, ১৯৭১। ২৫শে মার্চ রাতে সামরিক আক্রমণের প্রথম লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়, *দি পিপল* অফিস। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সম্পাদক আবিদুর রহমান মুজিব নগর থেকে সাপ্তাহিকী হিসেবে পত্রিকাটি প্রকাশ করেন। দেখুন, মোঃ এমরান জাহান, *পূর্বোক্ত*, ২০১।
৫২ *দৈনিক আজাদী*, ১৬ই মার্চ, ১৯৭১।
৫৩ *প্রাগুক্ত*, ১৮ই মার্চ, ১৯৭১।
৫৪ *প্রাগুক্ত*, ২১শে মার্চ, ১৯৭১। ।
৫৫ কামাল হোসেন, *স্বায়ত্বশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ৬০।
৫৬ মোঃ এমরান জাহান, *পুনর্পাঠ*, ২০৩।
৫৭ *প্রাগুক্ত*।